দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...11 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৭......

# রাবিতে ৪ বছরে অর্ধশত ছাত্রীকে যৌন হয়রানি

## অধিকাংশ ঘটনায় শিক্ষকদের জড়িত থাকার অভিযোগ

■ রাজশাহী অফিস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ঘটনা বাড়ছে। গত ৪
বছরে অর্ধশতাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অধিকাংশ
অভিযোগই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বলে জানা গেছে। উথাপিত অভিযোগের অল্প
সংখ্যক ঘটনা তদন্তের পর নিস্পত্তি হলেও অধিকাংশই ধামাচাপা পড়ে গেছে। এ
নিয়ে ভুক্তভোগীদের মাঝে অসন্তোষ রয়েছে। আবার হুমকির মুখে অভিযোগ
প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছেন কোনো কোনো ছাত্রী। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধিকাংশ
ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ছাত্রীরা নিজ বিভাগীয় সভাপতির কাছে অভিযোগ করেন।
অধিকাংশ বিভাগই অভিযোগকারী ছাত্রী ও অভিযুক্তদের নিয়ে বসে সমঝোতা করে
দেন। ফলে অভিযুক্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাচ্ছে না।

সূত্র জানায়, গত ৫ অক্টোবর রাবি ছাত্রলীগের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে প্রক্টর অফিসে
যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ করেন দুই ছাত্রী। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার কারণে
তারা যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটিতে অভিযোগ করার সাহস পাচ্ছেন
না। অভিযুক্তদের একজন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের
শিক্ষার্থী, অপরজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

সূত্রমতে, ২০১৪ সালের নভেম্বরে ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ও
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতির বিরুদ্ধে বিভাগীয় এক ছাত্রী
যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন। পরে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি ওই শিক্ষককে
পরীক্ষা ও ছাত্রীদের গবেষণার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। এছাড়া
নিরোধ কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন সিন্ডিকেটে পেশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিকে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ঘটনায় ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ব্যবস্থাপনা
বিভাগের প্রভাষক শাওনউদ্দিনকে অব্যাহতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একই বছর মার্কেটিং
বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে
তাকে শুধু সাময়িকভাবে ক্লাস-পরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বিষয়টি ধামাচাপা
দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০১০ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের কম্পিউটার
কোর্সের এক খণ্ডকালীন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## রাবিতে ৪ বছরে

২০ পৃষ্ঠার পর

হয়রানির অভিযোগ করলে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশে তাকে সংশ্লিষ্ট কোর্স
থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। একই বছর ফোকলোর বিভাগের এক শিক্ষক পরীক্ষায়
বেশি নম্বর দেয়ার প্রলোভনে অনার্স শেষবর্ষের এক ছাত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে
তোলেন বলে ভুক্তভোগী ছাত্রী অভিযোগ করেন। পরে বিষয়টি ধামাপাচা পড়ে যায়।

২০১১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের (আইবিএস)
তৎকালীন সচিব এসএম গোলাম নবীর বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ
করেন। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু ওই ছাত্রী নগরীর মতিহার থানায় মামলাও
করেছেন। একই বছর ১৭ জানুয়ারি নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক
অমিতাভ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন বিভাগের ২০০৯-১০
শিক্ষাবর্ষের এক ছাত্রী। পরে অমিতাভকে চাকরিচ্যুত করে কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে রাবির
যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটির সভাপতি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের
অধ্যাপিকা মাহবুবা কানিজ কেয়া বলেন, এ পর্যন্ত আমাদের কাছে সাতটি লিখিত
অভিযোগ এসেছে। এরমধ্যে চারটির নিস্পত্তি হয়েছে, চারজনেরই শাস্তি হয়েছে।
এদের মধ্যে একজন শিক্ষকসহ দু'জন চাকরিচ্যুত হয়েছেন, একটি অভিযোগ
সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। অপর দু'টির সুপারিশ সিন্ডিকেটে উত্থাপিত
হবে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সময় বেনামি অভিযোগও এসেছে, কিন্তু আমরা
বেনামি অভিযোগ গ্রহণ করি না।